যুগান্তর

তারিখ ... 30 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ......

দু'শ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে প্রকাশক চক্র

মুসতাক আহমদ

এবারের পাঠ্যপুস্তক সংকটের সুযোগে কমপক্ষে ২শ' কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে প্রকাশকদের একটি সংঘবদ্ধ চক্র। অথচ বিষয়টি সরকারগঠিত টাস্কফোর্সের রিপোর্টে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। উপরন্তু এতে অসাধু প্রকাশকদের বক্তব্যই প্রাধান্য পেয়েছে। টাস্কফোর্সের দশ পৃষ্ঠার রিপোর্টে দেখা যায়, বিভিন্ন সভা ও বিবৃতিতে অসাধু প্রকাশক এবং তাদের নেতারা নিজেদের রক্ষার জন্য যেসব বক্তব্য দিয়েছেন, তাই গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে। এ ঘটনার জন্য দায়ী হিসেবে কাউকে চিহ্নিত করা হয়নি। যে কারণে শুধু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যানকে ওএসডি করা হয়েছে। আবার ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা সত্ত্বেও এক কর্মকর্তা 'পুরস্কার পোস্টিং' পেয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, টাস্কফোর্সের রিপোর্ট প্রকাশকদের হাতে ঠিকই চলে গেছে। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি আজ পর্যন্ত রিপোর্টটি পায়নি। এ অবস্থায় সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গোটা বিষয়টি আমলে নিয়েছে। কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি যুগান্তরকে জানান,

টাস্কফোর্সের গা বাঁচানো রিপোর্ট : সংসদীয় কমিটি কর্মকর্তাদের তলব করবে

পাঠ্যবই ছাপা ও বাজারজাতকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কমিটির সামনে ডাকা হবে। আজকের বৈঠকে আলোচনার পর প্রয়োজনে তদন্ত কমিটিও করে দেয়া হবে। নতুন সরকারের যাত্রাকালেই পাঠ্যপুস্তকের মতো বহুলভাবে জনসম্পৃক্ত একটি বিষয়ে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, দ্বিগুণ-তিনগুণ দাম আদায় এবং নোট-গাইড বই কিনতে বাধ্য করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ায় সাংসদরা রীতিমতো হতবাক। একাধিক সাংসদ জানিয়েছেন, তারা এ বিষয়ে স্থানীয়ভাবে জনগণের নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। শুনতে হয়েছে দল ও সরকার সম্পর্কে অনাকাঙ্ক্ষিত নানা রূঢ় মন্তব্য। স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য জানান, মূলত সাংসদদের অনুরোধেই তারা বিষয়টি আলোচ্য বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন, বছর বছর পাঠ্যপুস্তক নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হবে আর জনগণ ভোগান্তিতে পড়বে, তা তারা মানতে পারছেন না। সমস্যা বিহীতের জন্যই তারা বিষয়টি আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে টাস্কফোর্স কি উদ্ঘাটন করেছে, তারা তা জানেন না। কেননা, এখনও তারা রিপোর্টটি পাননি। সভাপতি ক্ষোভ প্রকাশ করে

চক্র : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

চক্র : হাতিয়ে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বলেন, এখনও সব ছেলেমেয়ে বই পায়নি। সংকট রয়েছে। তিনগুণ-চারগুণ দামে পর্যন্ত বই কিনতে হচ্ছে এখনও। এমনকি নকল বই পর্যন্ত বেশি দামে কিনতে হচ্ছে।

কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ মোঃ শাহ আলম এমপি মঙ্গলবার যুগান্তরকে জানান, তারা বই সংকটের প্রকৃত কারণ, এর জন্য প্রকৃত দায়ী কারা, কিভাবে ঘটনা ঘটল এসব জানতে চান।

বিভিন্ন সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে, টাস্কফোর্সের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে প্রকাশকদের গোপন আঁতাত হয়েছিল।

এদিকে টাস্কফোর্সের রিপোর্ট ঘেঁটে দেখা যায়, প্রথমেই টাস্কফোর্সের গৃহীত পদক্ষেপের ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে। এরপরই 'এনসিটিবির ত্রুটিগুলো' কলামে নয়টি ত্রুটি চিহ্নিত করেছে। এগুলো হচ্ছে— মুদ্রণ কাজ শুরু ও শেষ করতে বিলম্ব, কাগজ সরবরাহে বিলম্ব, পজিটিভ সরবরাহে অব্যবস্থাপনা, বেশিরভাগ বইয়ে নতুন করে সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশ ও প্রচ্ছদ পরিবর্তন, চাহিদা নিরূপণ করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি না থাকা, গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠানের কাজ লাভ। বাজারমূল্যের অর্ধেক দামে কাগজ সরবরাহ, এনসিটিবির' অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সিন্ডিকেট, আইনের সীমাবদ্ধতা। সিন্ডিকেটের কথা উল্লেখ করা হলেও তার সদস্য আবিষ্কার করেনি তারা।

রিপোর্টে সবচেয়ে হাস্যকর হয়েছে 'প্রকাশকদের ক্ষেত্রে ত্রুটিগুলো' শীর্ষক কলামের বিষয়গুলো। এতে সিন্ডিকেট তৈরি করে সময়মতো মুদ্রণ সম্পন্ন না করা, অধিক মুনাফার জন্য প্রকাশক কর্তৃক পাইকারি বিক্রেতাদের নির্ধারিত কমিশন না দেয়া, নোট-গাইড বইয়ের প্রভাব, পাইকারি বাজারে অধিক দাম, পুস্তক বাঁধাই শ্রমিকদের ধর্মঘট, স্বল্প চাহিদার বইয়ের কাগজ দিয়ে বেশি মূল্যের বই মুদ্রণ, অসাধু প্রকাশক কর্তৃক ভর্তুকিমূল্যের কাগজ কালোবাজারে বিক্রির কথা উল্লেখ রয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, '১৮টি প্রতিষ্ঠান নামে-বেনামে মুদ্রণের ৮০ ভাগ দায়িত্ব পেয়েছে বা বাজার নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর কেউ কেউ নির্দিষ্ট তারিখে মুদ্রণ না করে বিলম্ব করেছে ও বাজারে বইয়ের কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছে।' কিন্তু কারা কারা সিন্ডিকেট করেছে তা চিহ্নিত করা হয়নি। আবার কমিশন দেয়া হয়নি বলা হলেও কারা এ শাঠ্যতি করেছে তা চিহ্নিত করা জরুরি ছিল। অথচ পাইকারি বাজারে কারা বই গুদামজাত করেছে তাদের নাম (২৪টি) উল্লেখ করা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করে একাধিক প্রকাশক জানিয়েছেন, মূল বই তিন-চারগুণ দামে বিক্রির চেয়েও এবার বেশি ডাকাতি হয়েছে জোরপূর্বক বা মূল বইয়ের অনুপস্থিতিতে নোট-গাইড বই ধরিয়ে (বিক্রি) দেয়ার মাধ্যমে। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির একজন প্রভাবশালী পরিচালক জানান, এবার কমপক্ষে ২শ' কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। আর এ অর্থের বেশিরভাগই এসেছে নোট-গাইড বিক্রির মাধ্যমে। অথচ টাস্কফোর্স এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত কারও নাম উল্লেখ করেনি। ওই প্রকাশক জানান, 'টাস্কফোর্স ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করেছে। অথচ এ কাজটি আমরাই করাই। খেয়াল করবেন, বাইন্ডাররা সবসময় ধর্মঘট করে না। যে বছর সংকট সৃষ্টি করা দরকার, সেই বছরই কেবল এটা ঘটে থাকে।' আর কারা কালোবাজারে কাগজ বিক্রি করেছে তাও চিহ্নিত করেনি টাস্কফোর্স। উপরন্তু সরকারের ভর্তুকি প্রদানকে সংকটের পেছনে দায়ী করা হয়েছে। নাম প্রকাশ না করে আরেকজন পরিচালক এ প্রতিনিধিকে বলেন, 'এ কেমন রিপোর্ট যেখানে দোষীদের স্পেসিফাই করা হয়নি।' ওই প্রকাশক বলেন, 'প্রকাশ্য মিটিংয়ে টাস্কফোর্সের একজন সদস্য তাদের নকল ও সরকারি বইয়ে ছাপানো বইয়ের মুখবন্ধ প্যাকেট দেখিয়ে বলেছেন যে, প্রমাণ তার হাতে। পরে তারা ওই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেন।'

টাস্কফোর্সের রিপোর্টে দুটি ভাগে মোট ১৯টি সুপারিশ করা হয়েছে। এতে বিদ্যমান সংকট মোকাবেলায় আরও বই ছাপানো এবং এনসিটিবির কর্মকর্তাদের দায়ী করা হয়। দ্বিতীয় ভাগে ১৭টি সুপারিশ থাকলেও ভবিষ্যতে সংকট এড়ানোর সুপারিশ রয়েছে। এখানেও কাউকে দায়ী করা হয়নি।